[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

গাংনীতে যুবদল ও উপজেলা

বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সহয়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক আয়োজনে জেলা যুবদল ও উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে অসহায়ন পরিবারের মাঝে খাদ্য দেয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮ টার জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা যুবদলের আয়োজনে ১১০টি অসহায় পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়।

পরে সকাল ৯ টার সময় ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ১৯০টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য প্রদান করা হয়। জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের সহায়তায় ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। গাংনী পৌরসভাসহ উপজেলার ৯ ইউনিয়নে মোট ২ হাজার ৫ শ’টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে। জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক, সাবেক বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাবেক বামন্দি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা জাহিদুল ইসলাম, নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের এসপি এস এম মুরাদ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এক কালজয়ী ভয়ংকর নিরব যুদ্ধের কাছে। যেখানে না আছে কোন বিনিময়, না আছে কোন আঁতাত, না আছে কোন ঘুষ আর না আছে কোন প্রতিষেধক। সেখানে ইয়ূথ লিডার দের এমন মহান উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসানীয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ইয়ূথের সমন্বয়কারী জানান, বিশ্বব্যাপি খাদ্যের অভাব চরম পর্যায়ে পৌছেছে। বিশেষ করে যারা গৃহবন্দী, কর্মহীন, দিন এনে দিন খায়, দিন মজুর, অসহায়, গরীব, দুঃখী আর ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। যার ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই অনেক মানুষ না খেয়ে খুব কষ্টের মধ্যে সংকটাপন্ন দিন যাপন করছে। এমন সময় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আজিবার রহমান জানান, জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে থেমে নেই সাহারবাটি ইউনিয়নের এক ঝাঁক নিরন্তর সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক।

এমন প্রতিকূলতায় অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে বদ্ধ পরিকর সাহারবাটি ইউনিয়নের একদল স্বেচ্ছাসেবক। যারা নিজ নিজ গ্রামের বিত্তবানদের কাছ হতে চাঁদা, চাল, ডাল, পেয়াজ, আলু ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করছে।

তবে দৃঢ় মনোবল, স্বদিচ্ছা আর অদম্য স্পৃহা থাকলে জটিল ও কঠিন মূহুর্তগুলো পাড়ি দেওয়া সম্ভব। আর সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ।

এই কাজটা চলমান রাখতে বদ্ধ পরিকর ইয়ুথ সদস্যরা।

দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

রেশন কার্ডের তালিকায় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেনের স্বজন প্রীতি

রেশন কার্ডের তালিকায় স্বজনপ্রীতি করেছেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন।

যেখানে তার পরিবারে তিন জন ভাইকে রেশন কার্ডের তালিকায় থাকতে দেখা গেছে।

এছাড়া দলীয় বিবেচনায় আরও তিনজন ব্যক্তির নাম দেখা গিয়েছে। যারা সকলেই অবস্থাশালী এবং টাকা পয়সার দিক দিয়ে স্বচ্ছল। কেউ কেউ আবার দীর্ঘদিন যাবত বিদেশ খেটে এসেছে।

কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া গরীবদের কপালে রেশন কার্ডের তালিকায় নাম জোটেনি গ্রামের অনেক অসহায় পরিবারের।

জানা গেছে গত কয়েকদিন আগে রেশন কার্ডের তালিকা তৈরি করা হয় স্থানীয় ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে।

আর সেই তালিকায় ইউপি সদস্যর স্বজন ও কিছু দলীয় অবস্থাশালী ব্যক্তিদের নাম দেখা গেছে।

নামের তালিকায় মেম্বারের স্বজনদের ভিতর একজন ভাইয়ের নাম, একজন ভাতিজার নাম ও একজন ভাবির নাম দেখা গেছে। তারা হলেন, মেম্বরের ভাই শাহাবদ্দীন, ভাতিজা কানন হোসেন ও ভাবি রোজিফা খাতুন।

তবে শাহাবদ্দীন, কাননের পিতাঃ জাহানুর ইসলাম ও রোজিফা খাতুনের স্বামী: শওকত আলি, যারা তিন জনই মেম্বরের আপন ভাই।
এছাড়াও রোজিফা খাতুনের স্বামী শওকত এর নামে বয়স্ক ভাতার কার্ড থাকায় তার নামে রেশন কার্ড না দিয়ে কৌশলে তার স্ত্রীর নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। তারা সকলেই আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ও ৮/১০ বিঘা জমির মালিক।

এদিকে দলীয় ব্যক্তিদের ভিতর অবস্থাশালী মৃতঃ বনমালী খাতুনের ছেলে রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ও বজলুর রহমানসহ কয়েকজনের নাম রয়েছে। যারা সকলেই স্বচ্ছল ব্যক্তি।

খোজ নিয়ে দেখা গেছে, গরীব অসহায় ব্যক্তিদের ভিতর সোনাপুর গ্রামের অনেকের নাম রেশন কার্ডের তালিকায় যুক্ত হয়নি।

গরীবদের ভিতর কয়েকজন হলেন, সোনাপুর বাজারপাড়ার মৃত পরেসের ছেলে আজিল শেখ। আজিল একজন ভিক্ষুক। তারপরেও তার নাম রেশন কার্ডের তালিকায় দেওয়া হয়নি।

অন্যজন হলেন ভাদুর ছেলে জাকের। তিনি ভেড়া চরায়ে সংসার চালায়। ভাদুর নাম রেশন কার্ডের তালিকায় উঠেনি।

এছাড়া কয়েক সপ্তাহ আগে করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া সকল চায়ের দোকানদার, নাপিত ও ভ্যানচালকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

কিন্তু সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের ইজার আলী চায়ের দোকানী হলেও তাকে চায়ের দোকানদারদের তালিকায় রাখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ইজারের মা জানায়, আমাদের গ্রামের সকল চায়ের দোকানদারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয় কিন্তু আমার ছেলেকে কিছুই দেয়নি। পরে আমার ছেলেকে একটা লোক উপজেলায় ডেকে নিয়ে ১০ কেজি চাউল দেন।

একই ভাবে সোনাপুর গ্রামের ভ্যান চালক হাসান আলীর মা জানান, আমার ছেলে ভ্যান চালায়। কিন্তু আমার ছেলেকে মেম্বার কিছুই দেয়নি।
একই জায়গার কালুর স্ত্রী শিল্পী খাতুন জানান, আমার স্বামী করিমন চালায়। করোনার কারণে করিমন চালাতে দেয়না। অনেকদিন ধরে বসে আছি, কিন্তু করিমন চালকদের সাহায্য করলেও মেম্বার আমাদের কোন সাহায্য করেনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতাকর্মীরা জনান, মেম্বার সাহেব তার নিজের ইচ্ছে ও কাছের লোকদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে। কে বড়লোক আর কে গরীব সেটা দেখছে না। তালিকা তৈরি করার সময় কোন নেতাকর্মীকে জানাচ্ছে না।

ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেনের কাছে স্বজন প্রীতির কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, প্রথমে ভুল করে এমনটা হয়েছিলো, তবে পুনরায় কিছু লোক বাদ দিয়ে নতুন করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি বলেন, নামের তালিকা অনুযায়ী প্রতিটা গ্রামে তদন্ত করা হচ্ছে। যদি স্বচ্ছল ব্যক্তির রেশনের তালিকায় নাম থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম কেটে দেওয়া হবে। তাছাড়া আমার উপজেলায় কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি চলবে না।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় আসামি হলেন এমএএস ইমন

মেহেরপুরের-২ আসনের সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে পরের জমি দখল করার সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ এমএএস ইমনের নামে ডিজিটাল আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলায় পত্রিকার সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ম সম্পাদক আল আমীনকেও আসামি করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশ করায় হেনস্থা করা ও গণমাধ্যম কর্মীদের ভীত সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এ মামলা করেছেন। আসুন জেনে নিই কে এই এমএএস ইমন।

কি তার রাজনৈতিক পরিচয়।

১৯৯১ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগ থেকে একমাত্র প্রথম শ্রেণী পাশ করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৯৩-১৯৯৪ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ভর্তি হন। সেখান থেকে মাষ্টার্স সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হওয়ার পরই। ১৯৯২-১৯৯৩ সেশনের ছাত্রলীগ কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএম হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ কমিটির (সাজ্জাদ-আজিম) সমাজ সেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির (লিয়াকত-বাবু) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানের তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিরসহ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

দির্ঘ ২৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তিনি রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী) পরিচালক, মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক, মেহেরপুর জেলা স্থল বন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের কার্যকরি সদস্য, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটির সদস্য, মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য

সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন মেয়র রিটন।

গতকাল বুধবার বিকেলে অন্যান্যদিনের মত ধারাবাহিক ভাবে প্রায় ৩’শ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ৯ হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য পৌছেছে। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আগামিতেও অব্যাহিত থাকবে বলে জানান, পৌর মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন, ৭নং ওয়ার্ডেও কাউন্সিলর রাজীব প্রমুখ।

মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক, প্রকাশক সহ তিন জনের নামে মামলা

মেহেরপুরের একমাত্র স্থানীয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদকসহ তিনজনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মো: মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: ওবাইদুর রহমান জানান, মেহেরপুরের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক কালের কণ্ঠ’র মেহেরপুর প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন ও যুগ্ন সম্পাদক আল আমিনের নামে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ১২ তাং ১৩-০৫-২০২০ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই শাহাবুল ইসলাম জানান, মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

মামলার এক নং আসামী ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন জানান, মামলার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। প্রকাশিত সংবাদের স্বপক্ষের সকল তথ্য উপাত্ত আমাদের কাছে রয়েছে। মামলাটি আইন গত ভাবেই মোকাবেলা করা হবে।

উল্লেখ্য গত ১১ মে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড’ “২৬ বছর দখলে রেখেছে পরের বাড়ি” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি দায়ের করেন।

যে নিউজ প্রকাশ হওয়ার কারণে এই মামলা তার লিংক নিম্মে দেওয়া হলো:

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি